শিশু বাপ্তিস্মের আশীর্বাদ

(Blessings of the Infant Baptism)

আদিপুস্তক ১৭ অধ্যায় ৯-১৯ পদ

বিশ্বাসী পিতামাতা আমাদের জীবনে একটি অন্যতম প্রধান ঘটনা হল বাপ্তিস্মের জন্য আমাদের সন্তানদের মণ্ডলীতে উপস্থিত করা। আজ আমাদের মণ্ডলীতে দুটি শিশুকে তাদের বিশ্বাসী পিতামাতারা বাপ্তিস্মের জন্য উপস্থিত করেছেন। ঈশ্বরের আদেশ পালন করার মাধ্যমে আমরা যেমন সব সময় আশীর্বাদ পেয়ে থাকি, তেমনই বাপ্তিস্ম সম্বন্ধীয় সেই আদেশের নিগুঢ়তত্ত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে আমদের সেই আশীর্বাদ আরও গভীর ও দৃঢ় হয়। আজ আমরা বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্য, তথা বাইবেলে ঈশ্বর কী প্রকাশ করেছেন, তা দেখব এবং বাপ্তিস্মের সঙ্গে যে সমস্ত আশীর্বাদ লুকিয়ে আছে, সেগুলি উপলব্ধি করব।

ক। <u>শিশু বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা</u> : তাঁর প্রজা তথা সন্তানদের পরিত্রাতা হবার বিষয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে বাইবেলে **চুক্তি** বা **নিয়ম** বলা হয়েছে। ''দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনও বিষয়ে সন্ধি বা একমত হওয়াকে'' চুক্তি বলা হয়। আদিপুস্তক ১৭:৭ পদে, ঈশ্বর ও অব্রাহামের মধ্যে সেই চুক্তির কথা বলা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর অব্রাহামকে এমন কথা বলেছেন ***''আমি তোমার সঙ্গে ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে যে নিয়ম (চুক্তি) স্থাপন করব, <u>তা চিরকালের নিয়ম (চুক্তি) হবে</u>; ফলতঃ আমি তোমার ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হব।''***

বর্তমান দিনে যেমন কোনও চুক্তি বা সন্ধি সাধিত হলে, সেই চুক্তির পক্ষে কোনও সীলমোহর বা চিহ্ন রেখে দেওয়া হয় (যা সেই চুক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়), তখনকার দিনেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান দিনে খ্রীস্টীয় বিবাহের চুক্তিকে আংটি বিনিময়ের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হয়; সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে দলিলের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হয়। আবার বাইবেলেও আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীকে আর জলপ্লাবনের দ্বারা ধ্বংস করবেন না বলে ঈশ্বর নোহের সঙ্গে যে চুক্তি করেন, তিনি তা মেঘধনুর দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করেছিলেন। একইভাবে, আদিপুস্তক ১৭ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অব্রাহাম ও তাঁর ভাবী বংশের সঙ্গে ঈশ্বর তাঁর এই চুক্তিকে ত্বকচ্ছেদ চিহ্নের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করেছেন। ১১ পদে ঈশ্বর অব্রাহামকে স্পষ্ট বলেছেন, ***''তোমার নিজের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করবে, তা-ই তোমার সঙ্গে আমার নিয়মের (চুক্তির) চিহ্ন হবে।''***

এখন, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সঙ্গে চিরকালের জন্য যদিও একটিই চুক্তি করেছেন, কিন্তু তা দুটি ভিন্ন ব্যবস্থায় দুটি ভিন্ন চিহ্নের দ্বারা পূর্ণ করেছেন। তাঁর সন্তানদের সঙ্গে অনুগ্রহ-চুক্তির পুরাতন ব্যবস্থায় (পুরাতন নিয়ম অনুসারে) ত্বকচ্ছেদকে এই চুক্তির চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে, অনুগ্রহ-চুক্তির নতুন ব্যবস্থায় (নতুন নিয়ম অনুসারে) তিনি বাপ্তিস্মকে এই চুক্তির চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। চুক্তি যদিও একটি, তথাপি তার চিহ্ন কেন পরিবর্তিত হয়েছে?

(১) রক্তপাত: ত্বকছেদের সঙ্গে রক্তপাত যুক্ত ছিল, যা স্মরণ করিয়ে দিত যে, ***''রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না''*** (ইব্রীয় ৯:২২)। কিন্তু বাপ্তিস্মের সঙ্গে কোনও রক্তপাত যুক্ত নেই, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের পাপের জন্য খ্রীস্টের রক্ত চিরকালের জন্য একবার পাতিত হয়েছে (ইব্রীয় ১০:১০, ১২)।

(২) পুরুষ ও স্ত্রী: ত্বকছেদ চিহ্ন কেবল পুরুষদের প্রতি সম্পাদন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বাপ্তিস্ম একাধারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পাদন করা সম্ভব, যেহেতু খ্রীস্টেতে আর নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য নেই (গালাতীয় ৩:২৮); এবং এই অর্থে, বাপ্তিস্ম হল উত্তমতর চিহ্ন।

(৩) ব্যথা: ত্বকছেদের সঙ্গে যখন শারিরীক ব্যথা ওতপ্রত ভাবে জড়িত, তখন তা বাপ্তিস্মের সঙ্গে তা জড়িত নয়। অর্থাৎ, নতুন ব্যবস্থায়, অনুগ্রহ-চুক্তির চিহ্নটিও অনুগ্রহপূর্ণ হয়েছে।

এখন, প্রায় সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসীই স্বীকার করেন যে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অনুগ্রহ-চুক্তির চিহ্ন ত্বকছেদ থেকে বাপ্তিস্মে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী এ বিষয়ে একমত নন যে, অনুগ্রহ-চুক্তির এই চিহ্ন নতুন ব্যবস্থায় একই ভাবে বিশ্বাসীদের সন্তানদের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে, যেমন পুরাতন ব্যবস্থায় বিশ্বাসীদের সন্তানদের প্রতি প্রয়োগ করা হত। এ বিষয়ে প্রথমেই এই কথা বলে রাখা ভালো যে, বাইবেলের কোথাও এমন কথা বলা হয়নি, ''চুক্তির মধ্যে যে সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তোমরা তাদের বাপ্তিস্ম দেবে।'' কিন্তু দুটি ব্যবস্থায় অনুগ্রহ-চুক্তির মধ্যে যে সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা বর্তমান, তা এই কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বিষয়টিকে আমরা এই ভাবে দেখব:

(১) **পারিবারিক সংহতি**: শুরু থেকেই ঈশ্বর তাঁর চুক্তি কেবল অব্রাহামের সঙ্গে নয়, কিন্তু সে ও তার ভাবী বংশের সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন (আদি ১৭:৭)। পারিবারিক সংহতির বিষয় বাইবেল পরিষ্কার শিক্ষা দেয়, এবং সাধারণ ভাবে পিতার বিশ্বাসের দ্বারই পরিবারের বিশ্বাসকে তুলে ধরা হয়েছে।

(২) **শিশুরাও চুক্তির অন্তর্গত**: বিশ্বাসী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুদেরও এই চুক্তির অন্তর্গত ধরা হত, আর তাই ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষ-সন্তানের জন্মের অষ্টম দিনে এই চুক্তির চিহ্ন, তথা ত্বকছেদ করা হত। এখন, ঈশ্বরের সন্তানদের জীবন-যাত্রায় যে চিহ্ন এতখানি ওতপ্রত ভাবে জড়িত ছিল, সেই চিহ্ন সম্বন্ধে যদি কোনও পরিবর্তন করা হত, তাহলে কি ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের পরিষ্কার কোনও আদেশ দিতেন না? কিন্তু এ বিষয়ে আমরা যখন আমাদের প্রভুর কোনও আদেশই পাই না, তখন তা এর অনুশীলনের ধারাবাহিকতাকেই নির্দেশ করে। এখন, যে শিশুরা পুরাতন ব্যবস্থায় চুক্তির অন্তর্গত ছিল, তাদেরকে যদি আমরা নতুন ব্যবস্থার চুক্তি থেকে বাদ দিই, তাহলে পুরাতন চুক্তি থেকে নতুন চুক্তি অনেক কম অনুগ্রহপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(৩) **নতুন চুক্তিতেও শিশুদের প্রতি প্রতিজ্ঞা:** নতুন ব্যবস্থায়ও চুক্তির পরিবারের সন্তানদের প্রতি চুক্তির প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রেরিত ২:৩৯ পদে বলা হয়েছে, ***''এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানদের জন্য . . ./''*** আমাদের সন্তানরা যেহেতু এই প্রতিজ্ঞা লাভ করেছে, সেইহেতু তারা সেই প্রতিজ্ঞার চিহ্নও গ্রহণ করতে পারে।

(৪) **পারিবারিক বাপ্তিস্ম**: নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে আমরা সমস্ত পরিবারকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে দেখি। প্রেরিত ১৬:১৫ পদে লুদিয়ার পরিবার, প্রেরিত ১৬:৩৩ পদে কারারক্ষকের পরিবার, ১করিন্থীয় ১:১৬ পদে স্তিফানের পরিবারের সকলকে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে দেখি। এখন, ঐ সমস্ত পরিবারে শিশুদের উপস্থিতির কথা চিন্তা করা একেবারেই অযৌক্তিক নয়।

কিন্তু যারা শিশু-বাপ্তিস্মের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন, তারা বলে থাকেন, ''যে শিশুকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারে না!!!'' তাদের এই যুক্তি সত্য। এ বিষয়ে কোনও তর্কের জায়গা নেই। কিন্তু একজন শিশুকে বাপ্তিস্ম দানের মধ্যে আমরা **বিশ্বাসের উপস্থিতি ও অনুশীলন** দেখতে পাই। অবশ্যই এই বিশ্বাস সেই শিশুর নয়, কিন্তু তার পিতামাতার। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে আমরা এমন উদাহরণ দেখতে পাই, যেখানে পিতামাতার বিশ্বাসের কারণে সন্তানদের আশীর্বাদ করা হয়েছে।

(১) **নোহের** বিশ্বাসের কারণে তার পরিবারের সকলে আশীর্বাদ পেয়েছিল (আদি ৬:১৮; ১পিতর ৩:২০; ইব্রীয় ১১:৭)।

(২) **অব্রাহাম** তার সন্তানদের হয়ে বিশ্বাসের অনুশীলন করেছিল (আদি ১৭:৭:১৪)।

(৩) **মোশি** তার পিতামাতার বিশ্বাসের কারণে আশীর্বাদযুক্ত হয়েছিল (যাত্রা ২:১-১০; ইব্রীয় ১১:২৩)।

(৪) **যায়ীরের** বিশ্বাসের কারণে তার কন্যা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিল (লূক ৮:৪০-৫৬)। একইভাবে, শিশু-বাপ্তিস্মে পিতামাতারা তাদের বিশ্বাসের অনুশীলন করে থাকেন ও তাদের সন্তানদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রতি চুক্তির প্রতিজ্ঞা দাবি করে থাকেন। অর্থাৎ, বাইবেল আমাদের শিশু-বাপ্তিস্মের পক্ষে শিক্ষা দিয়েছে।

খ। <u>শিশু বাপ্তিস্মে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ</u> : চিরকালের জন্য একটিই চুক্তি, এবং তার চিহ্নে অংশগ্রহণ করতে ঈশ্বর যখন আমাদের সন্তানদেরও আদেশ করেছেন, তখন এর সঙ্গে কী কী আশীর্বাদ যুক্ত, সেগুলি আমরা উপলব্ধি করব:

১। পিতামাতার প্রতি আশীর্বাদ:

(১) পিতামাতার দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ: এই চিহ্নে অংশগ্রহণের দ্বারা পিতামাতারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করে থাকে (গীত ২২:২২; ৬৮:২৬; ইব্রীয় ২:১২)। এর দ্বারা পিতামাতারা মণ্ডলীর সামনে এই কথা স্বীকার করে, ''এই যে জীবন তুমি তৈরী করেছ ও আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছ, তার জন্য তোমার ধন্যবাদ করি। তোমার অনুকরণে আমাদের সন্তানদের প্রতি পিতার দায়িত্ব পালন করার এই সুযোগের জন্য তোমার ধন্যবাদ করি।''

(২) পিতামাতার স্বীকারোক্তি: সন্তানের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদের পাশাপাশি, তারা এ-ও স্বীকার করে যে, তাদের পিতামাতা হবার কোনও ক্ষমতা বা যোগ্যতা তাদের নেই। কারণ, সেই সন্তান হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল, যা আমরা কেউই পাবার যোগ্য নই। তাই তারা ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করে এমন কথা বলে, ''এই শিশুর ন্যায় আমরাও একইভাবে অসহায়। উপযুক্ত পিতামাতা হবার জন্য প্রভু তুমি আমাদের ভালোবাসা, বুদ্ধি, শক্তি, ও সহনশীলতা দাও।''

(৩) পিতামাতার দ্বারা সন্তানের উৎসর্গীকরণ: পিতামাতাদের হৃদয়ের মধ্যে যে কাজ সাধিত হয়, তা তারা এই বাহ্যিক-চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। তাই, বাপ্তিস্ম হল তাদের সেই আভ্যন্তরীন মনোভাবের বাহ্যিক প্রকাশ। হান্নার মতো তারা বলে, ***"আমি এই বালকের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, আর সদাপ্রভুর কাছে যা চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে দিয়েছেন। এই জন্য আমিও একে সদাপ্রভুকে দিলাম; এ চিরজীবনের জন্য সদাপ্রভুকে দত্ত''*** (১শমূয়েল ১:২৭-২৮)। কেবল শিশুকে নয়, এর দ্বারা তারা নিজেদেরও প্রভুর কাছে উৎসর্গ করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের শিশুকে ''প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে মানুষ করে তুলতে'' (ইফিষীয় ৬:৪) অঙ্গীকার করে।

(৪) ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্যতা: পুরাতন নিয়মে বিশ্বাসী পিতামাতারা কখনও এমন প্রশ্ন করত না, ''আমাদের সন্তানদের ত্বকছেদ করা কি বিধেয়?'' আদি ১৭:১২-১৩ পদের প্রভুর আদেশ তারা বিনাপ্রশ্নে পালন করত। একইভাবে, নতুন নিয়মের বিশ্বাসী পিতামাতারাও এ বিষয়ে তাদের কর্তব্য পালন করেছে। আজকের দিনে বিশ্বাসী পিতামাতা আমরাও এই কর্তব্য পালন করতে বাধ্য।

বিশ্বাসী পিতামাতারা তাদের সন্তানদের বাপ্তিস্মের জন্য কেন উপস্থিত করে? তাদের বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করার জন্য নয়, তাদের সন্তানের মনোনয়নকে প্রমানিত করার জন্যও নয়, কিংবা তাদের সন্তানের নতুনজন্মের বিষয় গ্যারান্টি দিতেও নয়। পরিবর্তে, এইভাবে তারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে থাকে।

২। শিশুর প্রতি আশীর্বাদ: শিশু হওয়ার কারণে তার যথেষ্ট উপলব্ধি না থাকায়, সে কোনও আশীর্বাদ লাভ করে না বলে অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে হলে উপলব্ধি কখনও পূর্ব শর্ত নয়। আমরা উপলব্ধি করতে পারি বলে যে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করেন, তা নয়, কিন্তু তিনি তাঁর অনুগ্রহের কারণেই আমাদের আশীর্বাদ করে থাকেন। তাই শিশু-বাপ্তিস্ম শিশুদের প্রতি যে সমস্ত আশীর্বাদ আনয়ন করে, সেগুলি হল:

(১) শিশুরা পাপক্ষমার প্রয়োজনীয়তার কথা শিক্ষা করে: শিশু-বাপ্তিস্ম নির্দেশ করে যে, ফুলের ন্যায় সুন্দর হলেও, শিশুরাও পাপী (প্রাথমিক ও বাস্তব পাপ)। আর সেই পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য পাপক্ষমাকারী যীশুর রক্ত প্রয়োজন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পিতামাতারা সেই শিক্ষায় তাদের সন্তানদের মানুষ করে থাকেন।

(২) **শিশুরা পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা লাভ করে**: ঈশ্বরের চুক্তির পরিবারে জন্মগ্রহণ করায়, শিশুরা তাদের পিতামাতাদের প্রতি প্রদত্ত পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা দাবি করতে পারে। প্রেরিত ২:৩৯ পদে, পিতর ঘোষণা করেছিলেন, ***"এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য . . .।"*** অবশ্যই বাপ্তিস্ম কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ন্যায় পরিত্রাণ দেয় না (যেমন ত্বকছেদও পরিত্রাণ দিতে পারত না)। কিন্তু বাপ্তিস্ম হল পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা দাবি করার অধিকার। আর তাই, বিশ্বাসী-পিতামাতারা এ বিষয়ে তাদের সন্তানদের উৎসাহিত করে বলে, "ঈশ্বরকে জানবার মতো বয়স হবার পূর্বেই, ঈশ্বর তোমাকে জানেন, তোমাকে ভালোবাসেন, এবং তিনি তোমার প্রতি একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন। আর সেই প্রতিজ্ঞা হল, তিনি তোমার ঈশ্বর (আদি ১৭:৭)। কেবল এই প্রতিজ্ঞা করা নয়, তিনি এই প্রতিজ্ঞায় তোমাকে বাপ্তিস্মের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিতও করেছেন। তুমি যখন ব্যক্তিগত ভাবে যীশুতে আস্থা স্থাপন করবে, তখন তুমি এই প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করবে।"

(৩) **শিশুরা ঈশ্বরের সুনজর লাভ করে**: খ্রীস্টীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে শিশুরা যীশু খ্রীস্টের সুসমাচার শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। আর তাই পিতামাতাদের উচিৎ এই আশা করা যে, তাদের সন্তানরা একদিন যীশুকে বিশ্বাস করবে (যিশাইয় ৬৫:২৩)। কিন্তু বাপ্তাইজিত কোনও শিশু যদি বিশ্বাস না করে, তাহলে কী হবে? পিতামাতারা প্রার্থনা করবে, যেন একদিন তার হৃদয় পরিবর্তিত হয়। শিশু-বাপ্তিস্ম হল তার প্রতি **প্রদত্ত** পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞার চিহ্ন, যা বিশ্বাসের পর **গৃহিত** হয়ে থাকে।

(৪) **শিশুরা অভ্যর্থনা লাভ করে**: এর দ্বারা সেই শিশুকে চুক্তির পরিবারে স্বাগত জানানো হয়। বাপ্তিস্মের দ্বারা যে সে এই পরিবারে প্রবেশ করে, তা নয়; এই পরিবারে তার সদস্যপদকে বাপ্তিস্ম স্বীকার করে।

৩। মণ্ডলীর প্রতি আশীর্বাদ: এর দ্বারা মণ্ডলী দুই ভাবে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

(১) **শিক্ষাদান ও নির্দেশনার দায়িত্ব**: প্রেজবিটেরিয়ন মণ্ডলীতে শিশু-বাপ্তিস্মের সময় ধর্মপিতা-মাতার *(godparent)* নামকরণ করা হয় না। কারণ চুক্তির গোষ্টির মধ্যে জাত সমস্ত সন্তানের প্রতি মণ্ডলীর সমস্ত বয়স্ক বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক-পিতামাতার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সেই সমস্ত শিশুকে প্রভুর শিক্ষায় ও নির্দেশনায় মানুষ করার কাজে তাদের শারিরীক পিতামাতার সঙ্গে মণ্ডলীর সমস্ত বয়স্ক বিশ্বাসী দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।

(২) **সমীক্ষা করার সুযোগ**: শিশু-বাপ্তিস্মের সময় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা আগে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছে, সেগুলি স্মরণ করে থাকে। পিতামাতা হিসাবে তাদের সন্তানদের প্রতি, কিংবা আধ্যাত্মিক-পিতামাতা হিসাবে মণ্ডলীর অন্যান্য শিশুদের প্রতি তারা কি তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করেছে? যদি না করে থাকে, তাহলে ক্ষমা চাইতে হবে ও তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে থাকে। যদি পালন করে থাকে, তাঁর অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।

গ। <u>মণ্ডলীর সমানে শিশু-বাপ্তিস্মের সম্পাদন</u>: বিশেষ কয়েকটি পরিস্থিতি ছাড়া, শিশু-বাপ্তিস্ম সর্বদা মণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের সামনে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। শিশুটিকে চুক্তির পরিবারে অভ্যর্থনা জানাতে কিংবা শিশুটির প্রতি সমস্ত বিশ্বাসীর দায়িত্ব স্বীকার করতে হলে, মণ্ডলীর মধ্যে এর সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিশুটির পিতামাতা যে মণ্ডলীর অন্তর্গত, তাদের সেই আঞ্চলিক মণ্ডলীতেই তা সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। পালক মহাশয় শিশুটির পিতার কাছ থেকে শিশুকে গ্রহণ করে বাপ্তাইজিত করার পর শিশুটির মাতার কাছে ফেরত দেবেন। এর দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে পালকের দ্বারা চুক্তির চিহ্ন দানকে প্রতীকিকৃত করা হয় এবং সেই চুক্তির সন্তানকে উপযুক্তভাবে মানুষ করতে মাতাকে উৎসাহিত করা হয়।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com